দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৪.২.৮৫
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১

বিনামূল্যের বই

চলতি শিক্ষা-বছরের দুই মাস পার হতে চললেও দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও লেখাপড়া শুরু হয়নি। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়াই সার হচ্ছে, পাঠ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, পাঠ্যবইয়ের অভাব। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মিলছে না, কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। দৈনিক বাংলায় গত সোমবার প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, টাঙ্গাইল জেলায় প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা বই পায়নি। সিরাজগঞ্জ উপজেলাতেও একই অবস্থা। পাঠ্যপুস্তকের দাবীতে সিরাজগঞ্জ শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা কয়েকদিন আগে মিছিল করেছিল। এই পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী এবং দেশের প্রাথমিক শিক্ষা—কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়। এই সংকটের একটি প্রতিবিধান খুব তাড়াতাড়ি হওয়া একান্ত জরুরী।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কর্মসূচী চালু করেন। এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল ও কল্যাণমুখী উদ্যোগ। কিন্তু যে কোন ভাল উদ্যোগের সত্যিকার সার্থকতা তার সুষ্ঠু ও মসৃণ বাস্তবায়নেরই উপর নির্ভরশীল; অন্যথায় হাজার ভাল হলেও তা ভাল বলে অভিহিত হয় না। অনেকটা এই রকম দশাই হয়েছে বিনামূল্যের বই বিতরণ কর্মসূচীর। প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের না সরকারের কপাল দোষে এটা ঘটছে, তা ভবিতব্যই বলতে পারে।

বিনামূল্যের বই নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কেলেংকারি কান্ড ঘটেছে। স্কুলের বিপুলসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পোস্ট অফিসের গুদাম ঘরে পড়ে থেকে থেকে উঁই পোকায় পেটে গেছে। বহু বই নানা চোরাপথ দিয়ে মুনাফাশিকারী কারবারীদের দোকানে পৌঁছেছে এবং বিকিয়েছে চড়াদামে। বয়স্ক শিক্ষার বিনামূল্যের বই দিয়ে বানানো হয়েছে মুদি দোকানের ঠোঙ্গা। পড়ার বই-এর এই পরিণতি কারুরই কাম্য নয়।

প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া শুরুর স্বার্থে অবিলম্বে সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে গত কয়েক বছরে যেসব অনভিপ্রেত ও কলংকজনক ঘটনা ঘটেছে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণের নয়া নীতি উদ্ভাবন করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীদের মেধার উপযোগী, নির্ভুল ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষা-বছর শুরুর দিন থেকে সেসব সকল স্থানে পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানই এই নয়া নীতির মূল লক্ষ্য হতে হবে।

012